বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী



রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৩

মূল্য এক টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৫.—২৫. ৪. ১৯৪৬

ভূমিকা

ঠিক ছয় বৎসর পূর্বে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কবি জগদানন্দ বাজপেয়ীর অনুবাদ কবিতা-গ্রন্থ 'প্রতিধ্বনি'র "ভূমিকা"য় লিখিয়াছিলাম, "ইচ্ছা আছে, শীঘ্রই তাঁহার মূল কবিতাগুলিও পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব।" সেই ইচ্ছা যে আজ দীর্ঘকাল পরে পূর্ণ করিতে পারিলাম, তজ্জন্য একাধারে লজ্জিত ও আনন্দিত হইতেছি ; লজ্জা এই জন্য যে, তাঁহার শেষ সুদীর্ঘ কারাবাসের পূর্বে তাঁহার মূল কবিতার মুদ্রিত প্রতিলিপি তাঁহার হাতে দিতে পারি নাই। যাহা হউক, তিনি এখন স্বয়ং বাহুমুক্ত হইয়া শেষ দফার বন্দীনিবাসে লিখিত তাঁহার জাতীয়তামূলক কবিতাগুলি অংশত এই সংগ্রহে নিবদ্ধ করিয়া আমার অপরিসীম আনন্দের কারণ ঘটাইয়াছেন, তদুপরি সমগ্র বাঙালী রসিক সমাজকে এই পুস্তকের প্রকাশকরূপে আনন্দ দান করিবার অধিকার দিয়াছেন। তাঁহার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

অনুবাদ কবিতাগুলি প্রকাশের সময় আরও একটি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে, মূল কবিতাগুলি প্রকাশের সময় কবির কর্মময় জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকদের নিকট দাখিল করিব। তাড়াতাড়িতে এবারেও সে সুযোগ ঘটিল না। তাঁহার মৌলিক আরও অসংখ্য কবিতা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে, আশা করিতেছি, কবির জীবনী তাঁহার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে সংযোজিত হইবে। তবে 'বিংশ শতাব্দীর বিশ্বে'র প্রতি ছত্রে তাঁহার তেজস্বিতা ও স্বাধীনতা-প্রীতির পরিচয় সকলেই পাইবেন।

১০ বৈশাখ, ১৩৫৩ — শ্রীসজনীকান্ত দাস

সূচী

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব

ওই, বিংশ শতাব্দীর গৌরব-সবিতা
আপনার অন্ত্যেষ্টির প্রজ্জ্বলিত চিতা
আরোহিছে দ্রুতপদে গগন-চূড়ায় !
পাগল প্রলয়-বায়ু সবেগে উড়ায়
অনল-স্ফুলিঙ্গরাজি দিকে দিগন্তরে,
কোন্ ক্ষণে ধরণীব সন্তপ্ত অন্তরে
নিপতিয়া সে বহ্নির একটি কণিকা
জ্বালাইবে বিশ্বদাহী দাবানল-শিখা !
এক চিতানলে যথা স্বামী সহ সতী
সূর্য্য সনে সহমৃতা হবে বসুমতী ।

আসন্ন প্রলয়-ভয়ে বিভ্রান্ত ধবণী
খুঁজিতেছে আপনাব ত্রাণের সরণী
আত্মঘাতী ভ্রান্তপথে ; নিরাপদ জ্ঞানে
আসন্ন মরণ হতে আশু মৃত্যু পানে
ধাইছে দুর্ব্বার বেগে প্রতি পাদক্ষেপে ।
তাই আজি মানবের মন-বুদ্ধি ব্যেপে
ঘনাইছে অজ্ঞতার অন্ধ অমানিশা,
অকূল তিমিরে তার অবলুপ্ত দিশা ।

'দরশন' স্থূলদর্শী স্থবিরেব মত
হাতাড়িয়া প্রাণহীন বস্তুপুঞ্জ যত
খুঁজিছে চিন্ময়ী সেই সঞ্জীবনী লীলা
ফল্গু সম প্রাণময়ী প্রচ্ছন্নসলিলা
ইন্দ্রিয়-অনধিগম্যা। স্বকরতাড়িত
উর্দ্ধক্ষিপ্ত ধূলিজালে দৃষ্টি আবরিত
অন্ধ 'দরশন' কহে, বস্তু বিনা সব
অলীক কল্পনা মাত্র অতি অবাস্তব।
'জ্ঞান' তাই ভৃত্যসম বর্ত্তিকা জ্বালায়
জড়-প্রকৃতিব বস্তু-বিপণিশালায়।

পরীক্ষা-আগারে হোথা বসিয়া 'বিজ্ঞান'
একাগ্র অনন্যমনে করিছে কি ধ্যান
মানবমঙ্গলপন্থা? নয়—তাহা নয়।
যে চিন্তায় চিত্ত তার একান্ত তন্ময়
নহে তাহা কল্যাণের। ব্যগ্র বাম করে
বিশ্বঘাতী মহামারী জীবাণুনিকরে
পালন করিছে স্নেহে; নিপুণ দক্ষিণে
নির্ম্মাণ করিছে বসি চিররাত্রিদিনে
অমোঘ মারণ-অস্ত্র; প্রসূতি-আগারে
লালিত যমজ শিশু যম সম বাড়ে।

'বাগ্মিতা' গাহিয়া উচ্চে 'বিজ্ঞানে'র স্তুতি
ভাবী নরমেধ-যজ্ঞে যোগায় আহুতি।

'মনস্তত্ত্ব' মেদলোভী কৃমি-কীটরূপে
অবগাহি পূতিগন্ধ অন্ধ কামকূপে
আপনার অঙ্গলিপ্ত ক্লেদ-প্রসাধনে
হেমকান্তি প্রেম-তনু রঞ্জিয়া যতনে
কহে, 'প্রেম' ইন্দ্রিয়ের সনে স্বয়ম্বরা,
শ্রীঅঙ্গ-সুরভি তার কামগন্ধে ভরা।
জননীর স্নেহে কিম্বা ভগিনী-প্রীতিতে,
ভাবী কল্পনায় আর অতীত স্মৃতিতে,
নবীন গ্রহণ, কিম্বা জীর্ণ পরিহার
অতনু কামের সদা প্রমোদবিহার।
চেতনায় যদি তার চিহ্ন নাহি লাগে,
অবচেতনায় তবে নিশ্চয় সে জাগে।
কবির কল্পনা নহে,— দগ্ধ পঞ্চশব
লভিয়াছে বিশ্বব্যাপী নব কলেবর।

কপট প্রণয়ে গাহে ক্রূর 'রাজনীতি'
মহামানবের মৈত্রী-মিলনের গীতি।
সাজাইয়া অর্ঘ্যডালা সমরসম্ভারে
শান্তির চরণ-তলে রাখে ভারে ভারে।

নীতি তার পক্ষপাত, ন্যায় অস্ত্রবল,
শাসন সৌহার্দ্দ্য, স্নেহ শোষণ কেবল।
বিখণ্ডিত মানবতা ধর্ম্মে অর্থে কামে
নিয়োজিত তার স্বার্থে অশ্রান্ত সংগ্রামে।
ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, রণতন্ত্র-আদি
একে একে সব তন্ত্র দেখিয়া আস্বাদি
অতন্ত্র নৈরাজ্যবাদে এবে উপনীত,
নাই নাই বিশ্বময় নিয়ত ধ্বনিত।

দাবাগ্নি-দহন সম ঘোর দৈন্যজ্বালা,
সম্পদের স্বর্ণময় উচ্চ পণ্যশালা
তুলিছে শিখর একে অন্যে মেলে শিখা—
পাপজীর্ণ যুগান্তের যুগ্ম-বিভীষিকা
আঘাত-উদ্যত দুই দৃঢ় বজ্রমুঠি
রোষ-ভরে পরস্পরে হানিছে ভ্রূকুটি
দাঁড়াইয়া মুখোমুখি ; মরণ-সংগ্রামে
নাহি জানি অকস্মাৎ কখন তা নামে।

অনল-নিঃস্রাবী শৈল ঘন-ধূমায়িত,
বিংশ-শতাব্দীর বিশ্ব নির্ভয়ে শায়িত
আসন্ন অনল-স্রাবী সেই শৈলচূড়ে,
শবলুব্ধ গৃধ্রদল ঊর্দ্ধাকাশে উড়ে।

জগতের জতু-গৃহে

জাগো জাগো জগতেব জতু-গৃহবাসী
জাগো মুগ্ধ স্বপনবিলাসী !
ওই হের দিকে দিকে জ্বলিয়াছে দাবানল-শিখা
মর্ত্ত্য মানবের লাগি মরণের আমন্ত্রণ-লিখা !
দাবাগ্নি-আলোকছটা গৃহ যাব তুলিয়াছে রাঙি
যার শিব লক্ষ্য কবি পড়িয়াছে ভাঙি
দেবতাব রুদ্র-বোষ,
তাহারে সাজে কি এই নিরুদ্বেগ নিঃশঙ্ক সন্তোষ ?
বজনী গভীব এবে, চাবিধার নিঃশব্দ নিঝুম,
নিখিলেব আঁখিপাতে নামিয়াছে গাঢ়তম ঘুম ।
কে তোমরা তন্দ্রাতুব, বন্দী দোঁহে বাহুর বন্ধনে
প্রাণে প্রাণে কহ কথা হৃদয়েব স্পন্দনে স্পন্দনে ?
ওঠো জাগো, শুনে লও মবমেব অকথিত বাণী !
হয়তো না ফুরাতে কথা শূন্য হতে বহ্নিবাণ হানি
যতনের জতুগৃহ দহিবে অনলে,
না-বলা মনের কথা চিব-মৌন রবে মর্ম্মতলে ।
ওই যে লোটায় ঘুমে শিশু তব গাঢ় তন্দ্রাহত
চ্যুতবৃন্ত কুসুমের মত,
আননে উঠেছে ফুটি আনন্দের স্মিত হাস্য-রেখা
স্বপনের তুলিকায় লেখা,

ওঠো, দেখ সে হাসিটি যতক্ষণ রয়েছে অধরে।
হয়তো বা ক্ষণকাল পরে
কক্ষচ্যুত উল্কাপিণ্ড স্থিরলক্ষ্য হানিবে আঘাত
জতুগৃহে তব অকস্মাৎ ;
অমরার বক্ষ হতে জ্যোতিকণা ঠিকরিয়া পড়া
ধরণীর ধূলি ছাড়ি অমরায় ফিরে যাবে ত্বরা।
হোথায় নিঃশঙ্কচিত্তে রণক্ষেত্রে ঘুমায় সেনানী
পুরে পুরে মৃত্যুদূত নৃত্য করি ফিরিতেছে জানি।
শব-লুব্ধ গৃধ্রদল ত্যজি আজি অরণ্যের নীড়
আলয়ের আঙিনাতে গৃহচূড়ে করিয়াছে ভিড়।
হাঁকিছে শ্মশান-শিবা ঊর্দ্ধগ্রীবা রাজপথে-পথে
বিজ্ঞান-আলোক-দীপ্ত শতাব্দীর সুসভ্য জগতে।

মরণ আজি মেলেছে পাখা

মরণ আজি মেলেছে পাখা—
কোথায় রবি, কোথায় রাকা !
পক্ষছায়ে পড়েছে ঢাকা
বিশ্ব ;

ঝাপটি পাখা ঝটিকা তুলি
উড়ায়ে দূরে ধ্বংস-ধূলি,
ধরেছে ধরা শ্মশান-চুলী-
দৃশ্য।

মানুষ হোথা শ্বাপদ সম
অথবা ক্রূর ভুজঙ্গম
বেঁধেছে বাসা অন্ধতম
গর্ত্তে,

সহসা মেঘে মেলিয়া ডানা
দীর্ণ করি আকাশখানা
মৃত্যু দিল আসিয়া হানা
মর্ত্ত্যে।

সে যেন শ্যেন শিকার-হারা—
হিংস্র দুটি নয়ন-তারা
দূরবিসারী আলোক-পারা
দীপ্ত,

ভ্রমিয়া ফিরে নীলিম নভে
গগন ছেয়ে সঘন রবে
নর-মৃগয়া-মহোৎসবে
ক্ষিপ্ত।

ছিন্নশিরা ছিন্নস্নায়ু
অযুত নর হারায় আয়ু
বাষ্প-বিষে জীবন-বায়ু
বদ্ধ,

শোণিতধারা-সিক্ত ভূমে
লুটায় সবে মরণ-ঘুমে,
ধরণী হ'ল ধূলি ও ধূমে
অন্ধ।

শোণিত-ক্লেদ-পঙ্করাশি
অঙ্গে মাখি অট্টহাসি
নাচিছে কে ও সর্ব্বনাশী
চণ্ডী,

মথিত করি নৃত্যছলে
মত্ত তার চরণতলে
ভণ্ড ভীরু দৈত্যদলে
দণ্ডি!

দানব-বল-দম্ভ ওরা!
চূর্ণ কর জীর্ণ-জরা
যুগান্তের কলুষ-ভরা
কৃষ্টি!

জ্বালাও রোষ-অনলে তব
সভ্যতার গলিত শব!
ভস্ম হতে জাগিবে নব
সৃষ্টি।

নব-বিধান

দিকে দিকে আশার বাণী আশ্বাসিছে নিঃস্বে—
বিলম্ব নাই, নব-বিধান আসছে ত্বরা বিশ্বে !
চলছে যে এই হানাহানি জলে-স্থলে-শূন্যে
এসব নাকি আমাদেরি পিতৃলোকের পুণ্যে !
রিক্ত মানবতা নেয়ে উঠলে নব-রক্তে
চির-অভিষিক্ত হবে মর্ত্ত্যে ময়ূর-তক্তে।

সুখের কথা : কিন্তু স্বতই প্রশ্ন জাগে চিত্তে
শূন্য ধরা ভরবে কারা স্বর্গ-সুখের বিত্তে ?
দিনদুপুরে বিশ্ব জুড়ে দস্যুতা ও চৌর্য্য
চলছে যাদের, জ্বলছে যাদের সর্ব্বনাশা শৌর্য্য,
কাম্য যাহা, রম্য যাহা—নিঃশেষে সব ভস্মি,
গুণ-গরিমার দীপ্তি যাদের ক্ষিপ্ত গ্রহের রশ্মি ?

সাগর-দোলায় ঘুমায় দুলে প্রমোদ-তরীর যাত্রী,
ঘুমায় সুখে ধরার বুকে শুক্লা তিথির রাত্রি ;
হিংস্র জলজন্তু যবে অলস ঘুমে মগ্ন
যাদের কাছে ভরা-ডুবির সেই সে শুভলগ্ন ?
জীবন-তরী আঁকড়ে ধরি নিবিড় বাহু-বন্ধে
দুলছে যবে যাত্রী সবে মৃত্যু-দোলা-ছন্দে,

ভেলায় ভাসা আশায় যাবা হানছে অনল-বৃষ্টি
রচবে তারা নবীন-বিধান, গড়বে নব-সৃষ্টি !

করতে হরণ স্বাধীন জাতিব মৃত্যু-বরণ মুক্তি
শক্তি শুধুই যাদেব কাছে জন্তু-মনেব যুক্তি,
বিশ্ব-নরের ভাগ্য নিয়ে খেলছে যাবা স্ফূর্ত্তি
তাদেরই দান নব-বিধান ধববে সে কোন্ মূর্ত্তি !

তাহার চেয়ে ভোগ সে করুক যাহা আছে যাব তা,
থামাও তোমাব স্বর্গ-সুখের নব-যুগেব বার্ত্তা !
নেপটোনা আব অক্টোপাসেব আলিঙ্গনেব গ্রন্থি,
দয়াব বশে দূরেই থাক শৃঙ্গী-নখী-দন্তী !

জাগো মহাচীন জাগো

জাগো জাগো মহাচীন,
বিশ্ব-বিহারে হে মহাস্থবির,
শাশ্বত সুপ্রাচীন !

তোমারে ঘিবিয়া ঘনায়েছে আজ
দুর্য্যোগ ঘনঘোর

ধূম্র-ধূলির আঁধারে শত্রু-
সুহৃদ যায় না জানা,
সম্মুখে তব সদর-দুয়ারে
দস্যু দিয়াছে হানা,
খুলি অলক্ষ্যে খিড়কি-দুয়ার
কক্ষে ঢুকেছে চোর।
জাগ্রত প্রতিবাসী
দূরে থাক্ তাড়া, নাহি দেয় সাড়া
একটু হাসি বা কাসি।

বাহির হইল বিশ্বের যারা
বিস্তৃত রাজপথে
শান্ত একেলা পান্থের খোঁজে
করিবারে রাহাজানি
গাহিয়া উচ্চে নব এশিয়ার
মহামিলনের বাণী
জাতি-জনপদ সুখ-সম্পদ
দলিয়া রক্ত-রথে,
ভোল নাই মহাচীন,
সঙ্গীতে তার, বক্ষ পাতিয়া
লইয়াছে সঙ্গীন।

সেদিন তোমারে প্রেমের ধর্ম্মে
দীক্ষা করিতে দান
পাঠাইল যারা পুরোহিত
আর পাঠাল পিছনে তার
অর্ণবপোত পূর্ণ করিয়া
সেনা-রণসম্ভার,
আরো পশ্চাতে পণ্য ভরিয়া
পাঠাইল জলযান ;
যাজক-বৈশ্য-সেনা
অর্থ ও পরমার্থ লইয়া
জমাইল বেচা-কেনা।

দেহ-জয়ে তব অজেয় আত্মা
পরাজয় নাহি মানে
বর্ম্ম-অসির ধর্ম্মসূত্রে
কেমনে সে লবে মানি
কন্‌ফুসিয়াস-বুদ্ধ যাহার
কর্ণে কয়েছে বাণী !
পিয়াইল যারা অহিফেন তব
আত্মার কল্যাণে,
লজ্জা রাখিব কোথা
আজিকে তোমার মুক্তিযজ্ঞে
তাহারা সেজেছে হোতা !

দস্যু হানিছে শাবল দেওয়ালে,
চোর কাটিতেছে সিঁদ,
স্বার্থে স্বার্থে এই হানাহানি
এই ঘাত-প্রতিঘাত,
ভাগের অঙ্ক মিলে যদি,
দুই দোস্ত মেলাবে হাত,
পাড়া-পড়শীর নয়নে তখনো
রবে কি জড়ায়ে নিদ্ !
কে এমন যাদু জানে
অঘোরে এমন ঘুমেব মন্ত্র
কে শোনাল তাব কানে !

অঙ্গনে তব বসিযাছে যত
পুবানো ঠগেব মেলা
ভুষিবার তরে কত ছল করে
হুশিয়াব মহাচীন,
কথাব কুহকে দিনে কবি বাত
বাত্রিবে কবি দিন
তব সুমহান সত্তা লইয়া
খেলিছে সুত্তিখেলা,
কুমীবেব দাঁত-নখ
ভীষণ, কিন্তু আঁখিজল তার
তাব চেয়ে ভয়ানক।

নিশীথ-শ্মশানে জমায়েছে ভিড়
হোথায় শকুনি-শিবা,
অস্ত্র-ঝননে বিমান-স্বননে
কাঁপিছে সূর্য্য-সোম,
আহত চীনের আর্ত্ত রোদনে
ব্যথিয়া উঠেছে ব্যোম ;
হোথা সাবধানী চোবা চোখ হানি
চাহিছে বাড়ায়ে গ্রীবা।
জাগো মহাচীন, জাগো—
শুধু অরি নয়—কপট প্রণয়
হইতে মুক্তি মাগো।

লেনিন-স্মরণে

গত সমরের ক্ষতমুখ হতে
ক্ষরিত রক্তধারা
আজিও পৃথ্বী লেহন করিছে
আহত পশুর পারা।
কশায়ের মত কাটিয়া কাটিয়া
ছিন্ন অঙ্গ লইতে বাঁটিয়া
ক্ষত-জর্জ্জর কলেবরে পুন
প্রহরণ হানে কারা।

ওগো বিপ্লবী ! বিহনে তোমার
অমোঘ বজ্রবাণী
কে দিবে চেতনা বধির বিশ্বে
বিদ্যুৎ-কশা হানি !

বসেছে বিশ্ব-বৈশ্য-সঙ্ঘ
গোপন বিপণি খুলি,
দমকা হাওয়ায় কালো যবনিকা
ক্ষণে ক্ষণে উঠে দুলি ।
চোরা-বাজারের কশাইখানায়
বসিয়া যাহারা ছুরিকা শানায়
উচ্চকণ্ঠে তাহারা জানায়
নব-বিধানের বুলি ।
ওগো বিপ্লবী ! বিহনে তোমার
অমোঘ বজ্রবাণী
কে দিবে চেতনা বধির বিশ্বে
বিদ্যুৎ-কশা হানি !

মরদেহ তব অমর করিল
যাহারা মন্ত্রবলে
অমর তোমার বাণীরে হত্যা
করে তারা পলে পলে ;

ক্ষুদ্র মনের ক্ষীণবল বুলি
মৌন তোমার মুখে দিয়া তুলি
বিপ্লবে তারা বঞ্চনা করে
কথার কুহেলি-ছলে।
ওগো বিপ্লবী! বিহনে তোমাব
অমোঘ বজ্রবাণী
কে দিবে চেতনা বধির বিশ্বে
বিদ্যুৎ-কশা হানি!

ক্রূর বঞ্চনা বন্ধুব মত
হোথা মুখে মৃদু হেসে
হীন চাতুরীব চোবা-বালুকায়
লুকায় ছদ্মবেশে।
সারথী-বিহীন জনগণ-বথ ঃ
কে ধরিবে রাশ, কে দেখাবে পথ,
শূন্য তোমার পুণ্য আসনে
কে বসিবে আজি এসে!
ওগো বিপ্লবী! বিহনে তোমার
অমোঘ বজ্রবাণী
কে দিবে চেতনা বধিব বিশ্বে
বিদ্যুৎ-কশা হানি!

গত সমরের শোণিত-সায়রে
স্মুরভিত উজ্জ্বল
তুমি ফুটাইলে মুক্ত রুশেব
রক্তিম শতদল।
এ মহাসমব বিশ্ব-বিনাশা
এ শোণিত-স্রোত বসুমতীগ্রাসা
মেটাবে কি শুধু প্রেতেব পিপাসা,
হইবে কি নিষ্ফল।
ওগো বিপ্লবী! বিহনে তোমার
অমোঘ বজ্রবাণী
কে দিবে চেতনা বধিব বিশ্বে
বিদ্যুৎ-কশা হানি!

নিশীথ নিযুত রাতে

রজনী গভীর এবে;
ম্লানশীর্ণ শশীলেখা কৃষ্ণা-দ্বাদশীব
ঘুমায় আকাশপ্রান্তে, ঘুমায় ধরণী,
স্বপ্নাতুর উর্দ্ধাকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল।
শুধু মাঝে মাঝে
গুরুভার পদক্ষেপে জাগ্রত প্রহরী
করে ধীবে অন্ধকার কারা প্রদক্ষিণ।

সহসা ভাসিয়া আসে বাতায়ন-পথে
সদ্য ঘুম হতে জাগা শিশুর ক্রন্দন,
চকিতে জ্বলিয়া উঠে বিদ্যুৎবর্ত্তিকা
নগরীর গৃহকক্ষে,
সোহাগে ধ্বনিয়া উঠে নারীকণ্ঠস্বর
স্নেহসিক্ত তন্দ্রা-বিজড়িত।
পরক্ষণে মৌনতায় যায় মিলাইয়া
শিশুর রোদনধ্বনি, জননীর সোহাগবচন ;
চকিতে নিবিয়া যায় বিজলীর আলো,
ব্যাপিয়া নিখিল বিশ্ব বিরাজে আবার
নিস্পন্দ নীরব রাত্রি
অনাহত অন্ধকার-ভরা॥

স্মরণের রুদ্ধদ্বারে বিলম্বিত কৃষ্ণ যবনিকা
সঘনে দুলিয়া উঠে আঘাতে আঘাতে।
অতীতের যত স্মৃতি
ছিল সেথা এতদিন সুপ্ত সমাহিত,
যেন কার করস্পর্শে একে একে উঠিছে জাগিয়া।
উত্তোলিত হ'লে ঐ কৃষ্ণ যবনিকা
স্মরণের রঙ্গমঞ্চে শুরু হবে নাট্য-অভিনয়।
জনহীন প্রেক্ষাগৃহে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়
আমি হেথা ব'সে আছি একমাত্র দর্শক তাহার।

স্মৃতি-ভীতি-বিহ্বল যাহারা
ত্রস্ত করে দেয় টানি নিবিড় করিয়া
বিস্মৃতির কম্পমান কৃষ্ণ যবনিকা,
সভয়ে নিবায়ে দিয়া স্মরণের সুতীব্র আলোক
ভাবনার প্রেতভয়ে বিভ্রান্ত মানুষ
খুঁজে ফিরে একবিন্দু নিভৃত আশ্রয়
কভু গ্রন্থে, কভু গানে, ক্রীড়ায়, কৌতুকে।
অবশেষে অসহায় পড়ে লুটাইয়া
সর্ব্বস্মৃতিবিস্মরণী সুষুপ্তিব কোলে।
কিন্তু কেন এই শঙ্কা স্মৃতিবে আপন !
আপন অতীত হেবি কেন হেন উঠে চমকিয়া,
উঠে যথা আততায়ী শিহবি সভয়ে
নিরখিয়া শবদেহ স্বহস্তে নিহত
ক্ষণিকের উন্মত্ততা-বশে !
হারানো অতীত সুখ
আসে যদি বেদনাব বিভীষিকা-রূপে,
আসে যদি বঞ্চনাব বারতা বহিয়া
তারি ভয়ে হতে হবে
'আত্মগুপ্ত শঙ্কিত শম্বুক'।
স্মবণেব মর্ম্মকোষে
সঞ্চিত যে আনন্দের বেদন-বৈভব
আমি জানি মাধুর্য্য তাহার।

আমি দেখিয়াছি,
মাতৃস্তন্য-পানরত শিশুর দংশন
জননীর অমৃত-আধারে ;
আঘাত-উদ্যত হস্ত রুষ্টা জননীর
ললিত কপোল 'পরে তুবন্ত শিশুব
দেখেছি নামিতে ধীরে সুকোমল স্নেহস্পর্শরূপে।
দেখিয়াছি আবো,
চোখে অশ্রু মুখে হাসি লইয়া জননী
স্নেহবশে সন্তানের রক্তিম অধব
উদ্ভিন্ন করিয়া নিজ অধব-প্রহাবে
চুম্বনে চুম্বনে দিতে করিয়া জর্জ্জর
সেই কুন্দ দন্ত-পাঁতি, দংশনে যাহার
ব্যথাহত জননীব স্নেহসিন্ধু হইল উদ্বেল।

এস স্মৃতি, মবতের মৃতসঞ্জীবনী !
আমার নয়নযুগে দাও ছোঁয়াইয়া
ইন্দ্রজাল-যাদুদণ্ড তব।
সাথে লয়ে হাসি-অশ্রু-আনন্দ-বিষাদ
সমগ্র অতীত মোর মুহূর্ত্তেকে উঠুক বিকশি
বিমুগ্ধ নয়ন-পাতে।
আকণ্ঠ করায়ে পান জীবনের আনন্দ-আসব
কর মোরে মৃত্যুঞ্জয় ; কব মোবে নীলকণ্ঠ, দেবী,
পিয়াইয়া বেদনাব তিক্ততম বিষাক্ত পানীয়।

কণ্ঠে দুলাইয়া দাও
জীবনেব সুখ-দুঃখ-রুদ্রাক্ষেব মালা,
সর্ব্বাঙ্গে মাখায়ে দাও
অতীতের চিতাভস্ম-বিভূতি-প্রলেপ।

* * *

সহসা শূন্যে ধ্বনিয়া উঠিল বীভৎস চীৎকার
হয়তো বা কোন নিশাচর পক্ষীব।
সে রূঢ় আঘাতে মোব সুকুমার চিন্তাতন্তু যত
ছিন্নভিন্ন হইল নিমেষে—হয়ে গেল খানখান
উঁচু সুবে বাঁধা বীণার তন্ত্রী মত।
নামিল নৈশ নাট্যমঞ্চে নূতন দৃশ্যপট।
ও কি ও, বাহিরে আজিকে শীতেব নিশীথ নিষুত রাতে
পাতায় পাতায় তুলিয়াছে কাবা ও কিসেব গুঞ্জন!
এ কাবাগৃহের কক্ষে কক্ষে যাহাবা বাঁচিল মবি
এবং যাহাবা জীবন-পাত্র ভরিয়া মৃত্যুমদে
তিল তিল করি লভিল তিক্ত মবণেব আস্বাদ,
আজি সেই সব অশরীবী যত পীড়িত প্রেতের দল
বন্ধ কারাব অন্ধকাবেতে করে বুঝি কানাকানি!
কভু নিশাচর পাখীব কণ্ঠে বেজে উঠে ক্রন্দন,
কভুবা তাহার পক্ষস্বননে বেদনা শ্বসিয়া উঠে,
ডানার ঝাপটে হানে করতালি কঙ্কাল করে করে,
নদীর লহরী-লাস্যে কভুবা হেসে উঠে খলখল
ক্ষিপ্ত প্রেতের দল।

কি ওবা কহিছে জান ?
কহিতেছে ওরা, নূতন যুগেব শুনহ মানুষ ভাই,
সবার নিম্নে নর নিকৃষ্ট, তাহার নিম্নে নাই।
জীবনে যাহারা দিল না মোদের ক্ষণিকের তরে কভু
মানুষের মত বাঁচিবাব অধিকার,
ধর্ম্মের নামে হরিল যাহারা পবকাল আমাদের,
আইনের নামে ইহকাল নিল হরি,
ফেলি যাঁতাকলে পিষিল অস্থি, শুষিল শোণিত যারা,
মৃত্যুব পবে আজি
গলিত শবের গন্ধে এবং বারুদ-বাষ্পধূমে
বিশ্ব-আকাশে বিষাযে তুলেছে মোদেব বিহার-বায়ু—
পিশাচ আমবা—আমাদেব চেযে মানুষ পৈশাচিক।
ওই যে অযুত জোনাকীব পাঁতি নিবে জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে
শাখায় শাখায় পল্লবে পল্লবে,
কে ওরা জ্বালিয়া ক্ষীণ দীপশিখা খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরে
কার জীবনেব কোন্ সে হাবানো ধন !
যাহারা জীবনে কাবা-প্রাচীরের লঙ্ঘিয়া অবরোধ
লভিল না কভু মুক্ত বায়ু ও আলোকের আস্বাদ,
অথবা যাহারা লভিল মুক্তি হাবাইয়া চিরতরে
প্রিয় পরিজন বন্ধু স্বজন গেহ,
যাহারা যাপিল সাবাটি জীবন তাহাদের পথ চাহি
দণ্ড দিবস প্রহর গনিয়া স্মৃতিব শ্মশানে বসি,

সেই সব চির-হতভাগাদের আজীবন-সঞ্চিত
বঞ্চিত যত বাসনা এবং অতৃপ্ত যত আশা
খদ্যোতিকার ক্ষীণ আলো লয়ে হাতে
আজিও আঁধারে সার্থকতার করিতেছে সন্ধান।

প্রহরী উচ্চে গনিছে বন্দী গবাদের ফাঁক দিয়া—
লাভ ও ক্ষতির চিত্রগুপ্ত খতাইছে খতিয়ান ॥

দেশ ও দুনিয়া

১

জাতিতে জাতিতে বেধেছে যুদ্ধ ; হোথায় আত্মঘাতী
দারুণ দ্বন্দ্বে দেশ ও দুনিয়া উঠিয়াছে দোঁহে মাতি।
দেশ চাহে যারে আবরি রাখিতে আপন আঁচল-ছায়,
দুনিয়া তাহারে ডাকে বিশ্বের বিস্তৃত আঙিনায়।

২

দেশ কহে, যারে করাইনু পান স্তন্যপীযূষ সনে
মোর সুখ-দুখ আশা-আশঙ্কা ব্যথা-আনন্দধারা,
জননী-জরায়ু-জঠর-শায়িত অসহায় শিশু পারা
বাঁধা মোর সাথে স্নায়ু ও শিরার শতবিধ বন্ধনে ;

রঞ্জিনু যাব তনু সুকুমার মোর রজ-প্রসাধনে,
চাহি মোর মুখ শিখিল যে জন মূক কাঁদা আর হাসা,
কথাহীন যার মৌন কণ্ঠ লভিয়া আমাব ভাষা
আমারে ডাকিল প্রথম মধুব মাতৃ-সম্বোধনে ;
মোব আঙিনায় সাজাইনু যাব শৈশব-খেলাঘর
আমার পেলব পলিমাটি দিয়া খেলাব পুতুল গড়ি,
মোহ-মদঘোরে মাতালের মত কভু উঠি, কভু পড়ি
শিখিল যে জন বাড়াতে চবণ মোর ক্ষিতি নির্ভব,
মোব অঞ্চলপ্রান্ত অবধি তাহাব বিহাবভূমি ;
হোক উদ্বেল—তথাপি সিন্ধু উথলায় বেলা চুমি।

৩

কহিছে দুনিয়া, স্নেহ-শৃঙ্খল রচিয়া আপন করে
দিও না পরায়ে পবম যতনে প্রিয়জন-পায়ে হায়,
শাসন অথবা স্নেহ দিযে গড়, বন্ধন-বেদনায়
বিকল করিতে শিকল-বাঁধন সমান শকতি ধরে।
লভিয়া জন্ম নদী-নির্ঝব গিরি-দরী-কন্দবে
রহে কি রুদ্ধ আপন ক্ষুদ্র জন্ম-জরায়ু-কূপে !
উৎস উছলি ব'য়ে যায় চলি চপল প্রবাহরূপে
দূর হতে দূরে—ক্রমপরিসর দুস্তর কলেবরে।
কত না নগর, গ্রাম, জনপদে বিতরি নির্ঝরিণী—
কূলে কূলে তার কল-কল্লোল কল্যাণ-পরিবেশ

প্রবাহিয়া চলে, কতটুকু তার পেল বা না পেল দেশ
তীরে সে বসিয়া হিসাব কষিয়া করে না তো বিকিকিনি
সত্য, নির্ঝর গিরিনন্দিনী, শুধু সেই অপরাধে
চিরবন্দিনী রবে কি পাষাণ-কারার প্রাচীর-বাঁধে।

৪

হোথা গিরিরাজ দাঁড়ায়ে মৌন মহিমোন্নত-শির
শুনিতেছিল এ ঘোর বিতর্ক দেশ ও ধরিত্রীর।
সম্বোধি দোঁহে গম্ভীর নাদে কহিল আচম্বিতে,
অয়ি মহিয়সী মহিলাযুগল, শোন অবহিত চিতে :
দেশ যদি চাহে ধরিয়া রাখিতে আপনার সন্তানে
চতুঃসীমায় সুদুর্লঙ্ঘ্য গভীর গণ্ডি টানি—
অমার্জ্জনীয় অপরাধ তাহা আমিও সে কথা মানি;
কিন্তু দুনিয়া চাহে যদি তারে দুর্নিবার্য্য টানে
আমূল উপাড়ি আপনার পানে করিতে আকর্ষণ,
কোথায় সে পাবে জীবন-রসের অমৃত বর্ষণ
বিনা স্বদেশের মেঘ ও মাটির অকৃপণ অবদানে।
টুটিয়া বন্ধ দূর হতে দূরে নির্ঝর ছুটিয়া চলে :
কোথায় সে পেত চরণে ছন্দ, কণ্ঠে সে কলগান,
উৎস যদি না ঢালিত উছলি প্রাণধারা অফুরান ?
প্রবাহ তাহার হ'ত পরিণত পঙ্কিল পল্বলে।
অভিসার-শেষে নদী গিয়া মেশে সুদূর সিন্ধুজলে,

মেলি সহস্র শুষ্ক জিহ্বা তৃষাতুর রবিকর
শুষিয়া সলিল অসীম শূন্যে বিরচে মেঘস্তব ,
সে মেঘ-বাষ্প আশ্রয় লভি মোর হিমহিয়াতলে
শতধারে পুন পড়ে সে ঝরিয়া আপনারে করি লীন,
বিন্দু-প্রমাণ শুধিতে মায়ের সিন্ধু-সমান ঋণ।

স্পর্দ্ধিত শির উর্দ্ধ আকাশে উত্তোলি অবহেলে
দেশের মাটিতে দাঁড়াইয়া আমি অচল অটল স্থাণু
সুদূর দেশের গগনে নিত্য নিরখি উদয়-ভানু—
কিরণ-কলাপী সম ধীরে তার আলোর পেখম মেলে :
চূড়ায় চূড়ায় দীপ্তুতুষার মুকুটমুকুর-পটে
ঠিকরিয়া পড়ি সে আলোক উঠে দিব্য বিভায় ঝলি,
কোটি বিহগের কাকলি-কণ্ঠে চকিত বনস্থলী
নিশার নিকষে নবীন উষার উদয়-বারতা বটে,
বাতাসের বেগে ভেসে যাওয়া মেঘে নিরখি সুদূর নভে
মোর অরণ্য অটবী উর্দ্ধে অগণিত বাহু তুলি
করে আহ্বান, মুগ্ধ জলদ আপন লক্ষ্য ভুলি
ভরি দেয় মোর দেশের দৈন্য বরষার বৈভবে।
দেশের মাটিতে নাহি রয় যদি মানস-তরুর মূল
ফোটে দুনিয়ার অমূল তরুতে অলীক স্বপ্নফুল।

কবির প্রতি

হিমাচল হতে কুমারীকা যেন নিঝুম নিষুত স্বপনপুর,
হে কবি, তোমার বাঁশরীতে আর বাজায়ো না ঘুম-পাড়ানো সুর।
স্বপন-সায়রে বিছায়ে শয়ন
কল্পনা-জাল ক'রো না বয়ন,
উদার অসীমে উধাও নয়ন ভাবে ঢুলু ঢুলু তন্দ্রাতুর
নীরব নিঝুম স্বপনপুরীতে বাজায়ো না ঘুম-পাড়ানো সুর॥

বাঁশরীর সুরে দিবানিশি ঝুরে ডেকো না গো কবি, দখিনা বায়,
সুর-হিল্লোলে মরণের কোলে সারা দেশ ঢ'লে পড়িবে হায়!
জোছনা মলয় কিশলয়-কলি,
পাপিয়ার গান, পিকের কাকলি
ছিল চিরদিন, রহিবে সকলি মোহের শিকলি পরাতে পায়,
বাঁশরীর সুরে এ স্বপনপুরে দিবানিশি ঝুরে ডেকো না তায়॥

বঙ্গবাণীর কবিতাকুঞ্জে ওই শোন আজি পাতিয়া কান—
ওঠে দিশি দিশি করুণ কণ্ঠে ব্যর্থ প্রেমের বেদনা-গান।
দুলি ক্ষণে ক্ষণে মিলনে বিরহে
যৌবন আজি জড় সম রহে
ভুলি রমণীর রূপ-সমারোহে মরণের মোহে মুহ্যমান—
হে কবি, তোমার বাঁশরীতে আর বাজায়ো না ঘুম-পাড়ানো গান॥

বিরহ-বেদনা-সঞ্জাত হৃদি-পঞ্জর-ভেদী তীব্র শোক—
মধুপ-পুঞ্জ-গুঞ্জনগীতি কবিতাকুঞ্জে স্তব্ধ হোক !
যে জাতি বিশ্ব-মানব-সমাজে
নতমস্তক ধিক্কৃত লাজে,
তাহার কণ্ঠে কোন্ সুখে বাজে নারী-বন্দনা-ছন্দশ্লোক !
বিরহের ব্যথা মিলনের কথা কবিতাকুঞ্জে স্তব্ধ হোক ॥

কূজন-কাকলি সবিষাদে ভুলি হউক মৌন পাপিয়া পিক,
জোছনার হাসি তমসায় মিশি ঘোর অমানিশি রচিয়া দিক।
পরাধীনতার তিলক-পঙ্ক
অঙ্কিত ভালে চিরকলঙ্ক,—
মসীবিলিপ্ত জীবন-অঙ্ক-জগৎ চাহিয়া নির্নিমিখ
জোছনার আলো কেন আর জ্বালো—কেন গাহে বল
পাপিয়া পিক

নিপীড়িত নর-আত্মার ব্যথা কণ্ঠে গুমরে রুদ্ধ-বাক্
হে কবি, তোমার বাঁশরী-রন্ধ্রে মৌন সে ব্যথা মুক্তি পা'ক।
গাবে যদি তবে গাও সেই গান
মরা গাঙে যাহে উছলিবে বান,
জীবন-যমুনা বহিবে উজান উচ্ছ্বাসে রচি ঘূর্ণিপাক
ক্লৈব্য-কালিমা, কুণ্ঠা-কলুষ অতল নিম্নে ডুবিয়া যাক ॥

স্বদেশীর একাল ও সেকাল

মাফ্ কর দাদা, হয়েছে কসুর, হইযাছে ঝকমারি ;
স্বদেশী করিতে হয়েছিল সাধ
ক্ষমা কর মোর সেই অপরাধ
স্বদেশীর কথা কহি যদি ফের, কষিযো দু-চার বাড়ি।

কে জানিত বল স্বদেশী করিতে
এতেক শাস্ত্র হইবে পড়িতে
ঠাসিযা মগজে হইবে ভরিতে
এতেক তত্ত্বকথা !
আমি ইস্কুল-পালানো ছাত্র
ছিল না পড়ার বালাই মাত্র
পঠনের নামে দহিত গাত্র
অগ্নি-দহনে যথা।

কত না 'Ism' কতবিধ 'Logy'
সবাই সমান কহিছে গরজি,
কাহারে ত্যজিযা কাহারে বা ভজি
ঠেকিনু বিষম দায়,
টেবিলে জমিছে বইয়ের পাইল
জমিছে পেপার-কাটিং ফাইল
তাহাদের চাপে দশা যে কাহিল
সে কথা কহিব কায় !

স্বদেশী বলিতে বুঝেছিনু সার
মুক্ত কবিব স্বদেশ আমার,
শত্রু যে জন সেই সাধনাব
সে ঘোর শত্রু মম,
মোর সে পুণ্য সাধন-যজ্ঞে
আসিবে যে জন সঁপিতে অর্ঘ্যে
যে কোন দেশেব দলেব হোক্‌গে
মিত্র সে প্রিয়তম।

কেমনে সাধনে লভিব সিদ্ধি
লভিলে পাইব কোন্ সে ঋদ্ধি
কুসীদ-জীবীব চক্রবৃদ্ধি
হিসাব ছিল না জানা ;
শিখি নি সূক্ষ্ম কৌশলকলা
প্রাণ বাঁচাবার শত ছুতো-ছলা
পক্ষী-জননী যেমন উতলা
বক্ষিতে নিজ ছানা।

তোমবা দুয়াবে পবদা টানিয়া
শাস্ত্র-বারিধি যতনে ছানিয়া
ডুবুরীর মত যোগাও আনিয়া
যুক্তি-শুক্তিরাজি ;

দাও ফিরে মোর সে আদিম কাল
সে প্রাণের বেগ খর উত্তাল,
ঊর্ণনাভের তন্তুর জাল
হইতে মুক্ত আজি।

বৈশাখী-পূর্ণিমা

(তথাগত-স্মরণে)

সেদিনও এমনি বৈশাখী পূর্ণিমা,
এমনি সেদিনও জোছনা-জোয়ারজল
আকাশ-ধরার আদি ও অন্ত সীমা
ব্যাপিয়া ছাপিয়া হয়েছিল উচ্ছল।
অবাধ অসীমে এমনি অদেখা পাখী
নৈশ নীলিম সচকিয়া থাকি থাকি
আকুল কণ্ঠে কাহারে যেন বা ডাকি
মেলিল পক্ষ দিশাহারা চঞ্চল।

ঊর্দ্ধগগনে উন্মুখ আগ্রহে
সপ্তঋষির নয়নে না আসে ঘুম
নিদ্‌হারা চোখে নিম্নে চাহিয়া রহে—
এখনো ধরণী কেন হেন নিঝ্‌ঝুম !—

এখনো শঙ্খ কেন না ফুকারি উঠে,
বহি সে বারতা পবন কেন না ছুটে,
দিগ্বধূদেব কেন না তন্দ্রা টুটে,
নবজাতকেব কে দিবে ললাটে চুম !
নিম্নে নিত্য নিপীড়িতা এই ধরা
ব্যথার বিলাপে যাপিছে তুঃখবাতি,
রোগ শোক আর মৃত্যু-জীর্ণ জরা
সূতিকা হইতে শ্মশান অবধি সাথী।
নিঠুর দেবতা ওগো অন্তর্যামী,
এত যে কাঁদিনু এত যে ডাকিনু আমি,
আমাব আগুনে তবুও এলে না নামি,
নিবে আসে ওই নিশীথেব দীপভাতি।

সহসা সুপ্ত শ্রাবস্তি-বাজপুবে
সত্তজাত সে শিশুব রোদনধ্বনি
বাজিয়া উঠিল কান্ত করুণ সুবে ;
চকিতা পৃথ্বা বিস্ময় মনে গনি—
নিশীথ-শয়নে যেমন উঠিল বসি,
পারিজাত ফুল আঁচলে পড়িল খসি,
ধরাব ধূলায় অমরাব ভরা শশী
আঁকি দিয়া গেল আলোকের আলপনী।

তারায় তারায় শিহরণ উঠে জাগি,
জাগে রোমাঞ্চ ধবণীব তৃণে তৃণে,
মহামানবেব মহাবির্ভাব লাগি
বন্দনাগান বাজিল বিশ্ববাণে।
আজি তথাগত পুনঃ পূর্ণিমাবাতে
দাঁড়াইল আসি ধবণীব আঙিনাতে,
মূঢ় মানবতা! রূঢ় এ আত্মঘাতে,
চিতার আলোকে তাহাবে লবে না চিনে!

আজো কি পাঠাবে নিশাচব ব্যোমচারী
মৃত্যুবর্ষী বিমান-বাহিনী তব,
আজো কি তাহাবা নীলাকাশ দিবে পাড়ি
মানব-মৃগয়া সন্ধানে নব নব!
আজিকাব—ওগো, শুধু আজিকার মত
ক্রুদ্ধ আয়ুধ নাহি হোক উদ্যত,
উদ্ধতশির শ্রদ্ধায় করি নত
বুদ্ধের পায়ে মার্জ্জনা মাগি লব।

বিশ্বের বিনাশযজ্ঞে

দূর দিকচক্রবালে অনল-অক্ষরে ওই উঠিয়াছে দীপি
জগতের ধ্বংস-যজ্ঞে ভারতের আমন্ত্রণ-লিপি।
ভয়ার্ত্ত ভারত! হেরি সমুদ্বেল সমর-অম্বুধি
তুমি চাহ প্রাণপণে সে প্লাবনে রাখিবারে রুধি
আশ্রম-কুটীরদ্বারে! তুমি চাহ ডুবাইয়া দিতে
অস্ত্রের অশনিশব্দ চরকার গুঞ্জন-সঙ্গীতে!
লক্ষ কোটি নররক্তে শবাসনে অভিষেক যার,
তুমি চাহ আঁকি দিতে জিঘাংসার জঘন্য ধিক্কার
রুধিরাক্ত তার ভালে! তোমার সে কলঙ্ক-লাঞ্ছন
শিরে শোভে তাজ হয়ে দীপ্ত যেন কষিত কাঞ্চন।
ধ্যানমগ্না মহাশক্তি শান্ত স্থির প্রলয়-পাথারে
উদ্ধত মানব আজি ক্রীড়াচ্ছলে জাগায়েছে তারে।
উদ্বোধিতা রণচণ্ডী লোল জিহ্বা করিয়া বিথার
ক্ষুধিত খর্পর মেলি মাগিতেছে নররক্তধার।
রক্ত চাই—রক্ত চাই—চামুণ্ডার অতৃপ্ত ক্ষুৎক্ষাম
বাড়ব-বহ্নির মত বিশ্ব বেড়ি জ্বলে অবিরাম।
আরব্ধ বিনাশযজ্ঞ, তুমি নহ অগ্নিহোত্রী তার,
দাস সম চল তাই স্কন্ধে বহি সমিধসম্ভার
যজ্ঞভূমি অভিমুখে; দাসত্বের সেই তব দান
হত্যার কলুষ দিবে, দিবে না সে হোতার সম্মান।

কালবৈশাখী ঝড়

(কোমিণ্টার্নের বিলোপ উপলক্ষ্যে)

বিশ্বভুবন দুলিযা উঠেছে কালবৈশাখী ঝড়ে,
প্রলয়ের মেঘ ঝটিকাব বেগে ছুটিয়াছে দিশেহারা
মত্ত জলধি-জোয়ারের মুখে জলজ গুল্মপাবা ;
লক্ষ পবাণ পক্ষ ঝাপটে পঞ্জব-পিঞ্জবে ।

দুর্দ্দিন শেষে ঘনায়ে আসিছে দুর্য্যোগ-অমানিশা,
আকাশ বসুধা আঁধাবি উড়েছে ধ্বংসেব ধুলিজাল,
সিন্ধু সবিৎ কানন অটবী হইয়াছে উত্তাল ;
বিশ্বনবেব মুক্তি-তবণী তিমিবে হাবাল দিশা ।

তুচ্ছ কবিযা তুফান, তুলিয়া শিখব অভ্রলিহ
হোযাইট হল্ ও হোয়াইট হাউস বাইখ আব ক্রেমলিন
তেমনি আজিও বয়েছে দাঁড়ায়ে—ছিল যেথা এতদিন
বণিক-সঙ্ঘ ধনিক-সভাব বৃথা বিতর্ক-গৃহ ।

শুধু উড়ে গেল চাষী-মজুরেব বারোয়ারী আটচালা
মুক্তিতীর্থযাত্রীদলেব জীর্ণ পান্থশালা ।

হক্-কথা

[কবিতাটি বক্সা বন্দীশিবিরে লিখিত। জেলখানা হইলেও বন্ধনশালায় ডেটিনিউদের পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। ডেটিনিউগণ রাজনৈতিক দল হিসাবে নিজদিগকে কয়েকটি চৌকায় বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সেই দলীয় ভিত্তিতে নিজদিগকে বিভক্ত করিবার সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্বরূপ এই কবিতাটি লিখিত হয়।]

ওগো বিপ্লবী ভাই!
নিছক আজিকে ব্যথার তাড়নে যে কথা বলিতে চাই,
জাতির পাঁতিতে সে কথা আমার থাক্ বা না থাক্ জমা—
কোন ক্ষতি নাই, অপ্রিয় হ'লে করিও আমাকে ক্ষমা।
এতকাল ধরি আপনারে নিয়া খেলেছ অনেক ফাঁকি,
যাহা নও তাই জাহির করেছ, যাহা হও তাহা ঢাকি।
ভাবের ঘটায় ভাষার ছটায় রচিয়া ইন্দ্রজাল
দুগ্ধপোষ্য শিশুরে মুগ্ধ করিয়াছ এতকাল,
রচন-বচনে এতকাল ধরি ভুলিয়াছে বটে ভবী,
কথার কুহেলি ভেদিয়া আজিকে উদিছে সত্য-রবি!
আখেরী এসেছে আজ:
চালাই করিয়া বেছে নিতে হবে মেকী-খাঁটি কথা-কাজ।

তুমি বিপ্লবী কি না
কে তার সাক্ষী তুমি আর তব অন্তর্য্যামী বিনা!

সত্যই তুমি বিপ্লবী কি না—সে কথা বুঝিতে ভাই,
সরকার দিল যে খেতাব—কোন দরকার তাহে নাই।
আপনার বুকে কান পাতি শোন, সেথায় বাজে যে ধ্বনি
বল তো বন্ধু, সেই সে আওয়াজে বাজে কার আগমনী?
যে শোণিতধার নাচিছে তোমার ধমনীর মাঝখানে
কি তার ছন্দ—সে কথা বন্ধু, তুমি ছাড়া কেবা জানে?
যত সাধ তব তারকার সম উদিয়া চিত্তাকাশে
আপন মনের গোপন আঁধারে ক্ষণে ডোবে, ক্ষণে ভাসে,
কতগুলি তার আপনার দাহে ক্ষিপ্ত গ্রহের পারা
অকারণ জ্বলি আকাশ উজলি আঁধারে হইল হারা;
কতগুলি তার লোটে নি ধূলায় আশার বৃন্ত টুটি
জীবনের ছায়া-পথের দুধারে আজিও রয়েছে ফুটি—
জবাব দিবে কে? শুধাও বিবেকে, উত্তর দিবে সেই,
কেতাবে কিম্বা খেতাবে বন্ধু, ইহার জবাব নেই।

ঘোর দুর্যোগ-রাতে

ক্ষিপ্ত প্রলয় নটরাজ যবে দৃপ্ত চরণাঘাতে
আলোড়িয়া তোলে সুপ্ত সিন্ধু, শান্ত অরণ্যানী,
নিভাইয়া দেয় চন্দ্র তারকা যবে ফুৎকার হানি,
চরণ-আঘাতে সপ্ত সিন্ধু উল্লাসে ওঠে দুলি,
বাসুকীর সম যবে তরঙ্গ লক্ষ শীর্ষ তুলি

লক্ষ মুখের রোষ-লেলিহান লক্ষ বসনা দিয়া,
নির্গত বিষ সাগব-বেলায় ওঠে যবে ফেনাইয়া,
ইচ্ছা কি হয় নিমেষে বন্ধু, নীলকণ্ঠেব পাবা
শিব পাতি ধবি জাহ্নবী সম রুদ্রেব বোষধাবা
তীব্র তবল তপ্ত গরল নিঃশেষে কবি পান
আর্ত্ত আতুব মর্ত্ত্য মানবে কৃপায় করিতে দান
প্রলয়-পযোধি ছানি
বাসব-ভোগ্য আসবপূর্ণ অমৃতপাত্রখানি ?
ইলিস্যাম বো'ব দপ্তবখানা ঠিকুজি তোমাব বাখে
এই প্রশ্নের উত্তব যদি জিজ্ঞাসা কব তাকে ঃ
সে বলিবে, নাহি জানা,
ধর্ম্ম আমাব কর্ম্ম আমাব আজীবন জেব টানা।

জানি গো বন্ধু, জানি,
চূর্ণ কবেছ উদ্ধত তব চবণ-আঘাত হানি
সমাজ ধর্ম্ম রাষ্ট্রেব যত বিধি-নিষেধেব বাঁধ,
ছিন্ন করেছ স্নেহেব শিকল, প্রেমেব মোহন ফাঁদ ;
সব কথা জানা আছে,
জানি নাই শুধু সদা অলক্ষ্যে নিয়তি ফিবিছে পাছে।
ওগো সন্ন্যাসী ! আজি ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে তব বাণী ঃ
একদিন তুমি কেঁদে বলেছিলে শিরে করাঘাত হানি,

হিঁদুর ধর্ম্ম— বেদ ও ব্রহ্ম উদার বিশ্ব ছাড়ি
অতি ভয়ে ভয়ে আজি আশ্রয় করেছে ভাতের হাঁড়ি।
আজ যদি তুমি বাঁচিয়া থাকিতে দেখিতে ব্রহ্মচারী,
ভাতের হাঁড়িতে আশ্রয় তরে করিতেছে কাড়াকাড়ি
নব বাংলার বিপ্লবীদল ধর্ম্মধ্বজী সাথে,
অশ্রুপাথার হারাইত কূল দুঃসহ বেদনাতে।
বিশ্বে যাহারা রিক্ত নিঃস্ব চির-পরিচয়হীন
আজ চৌকার নম্বর-ক্রমে তারা এক-দুই-তিন—
এই নয় শেষ ; কালে কালে আরো যত মত যাবে বাড়ি
মত সনে পথ পৃথক হইবে, পথ সনে হবে হাঁড়ি।
হায় বিপ্লবী! কোন মোহে আজ ভুলিলে আপন ব্রত!
তুমি চেয়েছিলে কুড়ায়ে কুড়ায়ে ছিন্ন খণ্ড যত
এক অখণ্ড অভিনব দেহ গঠিয়া পুনর্ব্বার
সাধনার বলে করিবে তাহাতে নব প্রাণ-সঞ্চার।
সস্তা দরের মস্ত কথার আস্তাকুড়েতে বসি
অংশেরে ভগ্নাংশ করিছ আঁশবঁটি দিয়ে ঘষি।
ভূত ছাড়ে সরিষায়—
সরিষার মাঝে ভূত ঢোকে যদি, বল তবে কি উপায়!

সে তো নহে দূর ; সমুখ সমরে নলিনী* পড়িয়া ভূমে,
নয়ন তাহার মুদিয়া আসিছে মরণের মোহঘুমে,

* বিপ্লবীবীর নলিনী বাগচী।

শত্রু শুধায় আহত বীরের মৃত্যু-শিয়রে বসি,
কি নাম তোমার? কহিল নলিনী, অতি ধীরে নিশ্বসি,
'শান্তিতে মোরে মরিবারে দাও— ত্যক্ত ক'রো না মিছে!'
আজো বাংলার আকাশে বাতাসে সে বাণী সঞ্চরিছে।
সে কি জানিত না নামটুকু তার বাহিরিলে নিশ্বাসে
সোনার আখরে লেখা রবে তাহা বিপ্লব-ইতিহাসে?
শিল্পী আঁকিবে চিত্র তাহার, কবি বিরচিবে গাথা,
দৈনিক আর মাসিকে এবং সাপ্তাহিকের পাতা
তাহারি কাহিনী বক্ষে বহিয়া বিরাজিবে ঘরে ঘরে?
শেষ নিশ্বাস নীরবে তথাপি মিলাইল অম্বরে।
আজিও যাহারা পথে ও প্রবাসে মরণ-আহবে মাতে
ডান হাতে ধরি মারণ-অস্ত্র, হলাহল বাম হাতে,
ঠিকুজি কোষ্ঠী জ্ঞাতি ও গোষ্ঠী জান কি তাদের ভাই?
বাঁচিলে ফেরার, মরিলে ফর্সা—চেনার ভরসা নাই।

বাহিরে ডাকিছে কাজ:
রান্নাঘরের ঝান্না লইয়া কান্না সাজে কি আজ!
ভাব মনে মনে বুঝি জনে জনে লয়ে কীচেনের ভার
হয়েছ বুয়ার-ওয়ার-বিজয়ী বীর লর্ড কীচেনার।
নিয়তির টানে ভাসিয়া উজানে যেথায় এসেছ তুমি
বন্ধু, তোমার ভাবী সাধনার সেই সে তীর্থভূমি।

আপন ক্ষুধার সুধা আস্বাদে বুঝিতে পার কি ভাই,
জঠর-জ্বালার বিপ্লব চেয়ে বড় বিপ্লব নাই ?
পার কি বুঝিতে, যতদিন রবে স্নেহ-সুখভরা গেহ,
যত দিন রবে পাত্র পূর্ণ চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ,
ততদিন তরে ভাই,
বিপ্লব হবে কাগজে-মগজে, বুকে তার স্থান নাই ?

স্রোতের শৈবাল

এক

হলে ও হাতুড়ে গড়িয়া তুলেছে ধরণীর সম্পদ,
কমলার পাদপীঠে তাই শোভে কনকের কোকনদ
বিশ্বকর্ম্মা তবু
নিঃস্ব শিল্পী, স্বর্ণ-বণিক কুবের তাহার প্রভু।
মাঠ-মালঞ্চ যাহারা সাজায় শস্যে ও ফুলে ফলে
তাদের বক্ষে শত বেদনার শ্মশান-বহ্নি জ্বলে।
জঠরে জ্বলিছে যেই দাবানল তারই উত্তাপে হায়,
কালি পড়িয়াছে নিষ্প্রভ দুটি নয়নের কিনারায়।
উদর ফুলেছে ভূধর সমান প্লীহা-যকৃত চাপে,
লাঠি ভর দিয়া চরণ বাড়াতে থরথর দেহ কাঁপে।

কাবুলী হইতে ঋণ লয়ে তবু বহাল করেছে হাল,
বাকিতে ছুতোর লাঙ্গল গড়েছে, কামার গড়েছে ফাল।
বীজ কিনিয়াছে মহাজন হতে হাওলাত ক'রে টাকা,
'জন' দিয়ে জমি চষিয়া দিয়াছে বেগারে ছিদেম কাকা।
নিজ হাতে জমি নিড়েন দিয়েছে জলে ভিজে, রোদে পুড়ে,
কোমর সমান জাগিয়াছে ধান তাই আজি ভুঁই ফুঁড়ে।
দেখিতে দেখিতে সজীব শ্যামল গাছের গর্ভ চিরি
বাহিরিল শীষ, দীনের জীর্ণ পর্ণকুটীর ঘিরি
জ্বলিয়া উঠিল আশার আলোক—কমলার কৃপা হাসি,
ক্ষেত পানে চেয়ে গান গেয়ে গেয়ে খামার চাঁচিছে চাষী।
পৌষ না যেতে হ'ল ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটা অবসান,
গাড়িতে গাড়িতে খামার-বাড়িতে জমিয়া উঠেছে ধান।
প্রভাতের হাসি না ফুটিতে চাষী মলনে জুড়িল পাক,
দেখে কোথা থেকে জুটে একে একে যেন তীর্থের কাক—
বাজার পেয়াদা, ছুতোর কামার, কাবুলী ও মহাজন ;
চাষার আশার বোধন-বাঁশীতে বাজিল বিসর্জ্জন।
বুকের শোণিত সেচন করিয়া, ভিজায়ে ঘর্ম্মজলে,
যক্ষের সম আগুলিয়া রাখি আপন বক্ষতলে
তিল তিল করি বাড়ায়ে তুলিল কামনা-কল্পতরু,
ধ্বংস হয় নি কীট-দংশনে, চরিয়া খায় নি গরু।
সাধনার ধনে আজ যবে তার খামার উঠিল হাসি,
জমিদার আর যম সম যত মহাজনগণ আসি

শকুনির সম পক্ষ মেলিয়া সোনাব ফসল ঢাকি
খাতায় খতায় সুদে ও আসলে কত টাকা হ'ল বাকি।
মাড়া হ'লে ধান কাড়াকাড়ি করি নব-গৃধিনীর দল
যে যার মতন লইল লুটিয়া, চাষী বসি বিহ্বল।
ওদিকে কুটীরে কৃষক-পত্নী উনানে চাপায়ে হাঁড়ি
ভাবিছে বসিয়া বেলা গেল, কই, এখনো এল না বাড়ি!
দস্যু-দলেব লুণ্ঠনশেষ যে কটি শস্যকণা
পড়েছিল ভূমে, কৃষক আব তা বস্তায় তুলিল না।
বাড়ি এসে দেখে, পথ্য অভাবে সাবাদিন উপবাসী
রুগ্ন শিশুটি কাঁদিছে ক্ষুধায়, গৃহিণী শুধায় আসি
"ধান কোথা? কাল কি হবে বল তো আজ যদি নাহি কুটি?"
"একদানা নাই,—দেনার দায়েতে সব নিযে গেছে লুটি
রাজা মহাজন মিলে;
কেন আব মাযা, চল চ'লে যাই সাথে নিয়ে ছেলেপিলে
শহরেব পানে, বয়েছে সেখানে কত কল-কারখানা,
কাদা পাঁক ঘেঁটে মিছে মবা খেটে, জুটে না পেটের দানা।"
একদা তখনো ফোটে নি উষাব আলোকেব শতদল,
গ্রাম-দেবতার দেউলে ঢালিয়া তপ্ত অশ্রুজল
বাহিব হইল পথে;
জমিদার চলে সমীবসেবনে চাপি দ্বিচক্রবথে।

দুই

জুড়াতে দহনদাহ
তপ্ত কটাহ হইতে এ যেন বহ্নিতে অবগাহ।
হেথা কোথা তার ক্ষেত্র উদার শ্যামল শস্যভরা,
কোথা বেণুবন, গোষ্ঠগহন, গোপাল গোধেনু চরা,
বায়ু থরথর শ্যাম প্রান্তর প্রাঙ্গণে সারাবেলা
হেথা কোথা হায় আলো ও ছায়ায় খেলে লুকোচুরি খেলা!
কোথা মালঞ্চ ফুলে ফুলময়, তুলসীমঞ্চবেদী,
কোথা মঙ্গলশঙ্খনিনাদ অশুভশঙ্কাছেদী।
স্বজনের স্নেহ, বন্ধুর প্রীতি, মাটির মমতা মোহ,
কোথায় কাননে কান্তারে বনে সুষমার সমারোহ।
কোথা সে জীর্ণ পর্ণকুটীর আপনার হাতে ছাওয়া—
অবারিত আলো, অবাধ জোছনা, মুক্ত মদির হাওয়া,
দিবসে ও রাতে প্রদোষে প্রভাতে অবিরাম লীলাছলে
ছড়ায়ে পড়িত গোময়লিপ্ত যাহার আঙ্গিনা-তলে!
কোথা সে পল্লী-মাতা
কোথায় তাহার স্নেহ-সুশীতল শ্যাম-অঞ্চল পাতা!

এ যেন যোজন জুড়ি
বিস্তারি দেহ রয়েছে দাঁড়ায়ে বিরাট দৈত্য-পুরী!

মন্ত্র-প্রভাবে যন্ত্র-দানব মানবের ক্রীতদাস
জেলের তেলের ঘানি টানি হেথা ঘুরিতেছে বারো মাস।
চরণের চাপে বসুমতী কাঁপে গগনে ঠেকেছে শির,
যমের যমজ সহোদর যেন অভিশাপ ধরণীর।
চক্র-চরণে চলার শব্দ স্তব্ধ পুরীর মাঝে
ধূম্র-ধূলির মেঘজাল ভেদি বজ্রনিনাদে বাজে।
রাবণের চিতা-বহ্নি জঠরে জ্বলিছে অনির্ব্বাণ,
তৃষায় ফুঁসিয়া তটিনী তড়াগ শুষিয়া করিছে পান।
মারী-বিষভরা মিশকালো ধূম নিশ্বাসে নিশ্বাসে
নিঃসরি গ্রাম নগর ছাইয়া আকাশে বাতাসে ভাসে।
না হইতে ভোর কোন্ যাদুকর বাজায় মোহন বাঁশী,
শুনি বেণুরব মুগ্ধ মানব দলে দলে ছুটে আসি
পশে এ পাষাণপুরে,
স্তব্ধ বংশী, জীবন-ধ্বংসী যন্ত্র সঘনে ঘুরে।
ঘূর্ণনবেগে চূর্ণ অস্থি, অনলের তাপে দহি,
বসনবিরল তনু হীনবল গুরুভার সম বহি,
সরাবখানায় পশিয়া জানায় শ্রম-বিজড়িত সুরে,
"লও কড়ি বাবা, দাও তো সরাব একটি বোতল পুরে।"
পাইয়া মদ্য অর্দ্ধ বোতল সদ্য ঢালিয়া গলে,
বাকি আধখানা নিবিড় সোহাগে চাপিয়া বক্ষতলে
রিক্ত হস্তে দাঁড়াইল আসি বস্তির আঙিনায়।
সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে, ধূলি ধূম কালিমায়—

চুল্লী-আলোকে বস্তি-পল্লী ধরেছে শ্মশান-মায়া।
ছিন্ন কন্থা, ভগ্ন কলস, কঙ্কালসার কায়া
হেথায় হোথায় রয়েছে ছড়ায়ে। কক্ষ-দুয়ারে আসি
দাঁড়াইল যেই, শিশু কোলে ল'য়ে গৃহিণী শুধায় হাসি,
"আনিয়াছ চাল? কাঁদিছে ছেলেরা, উনানে ফুটিছে জল।"
তিক্ত প্রশ্নে রিক্ত শ্রমিক মত্ততা-বিহ্বল
হানিল বোতল পত্নীর শিরে। শিশুরে বক্ষে চাপি,
ক্ষীণ তনুলতা দারুণ আঘাতে বারেক সঘনে কাঁপি
লুটায়ে পড়িল ধরণীর কোলে। বক্ষের সন্তান
সত্রাসে কাঁদি বুক খুঁজে মা'র দুগ্ধ করিতে পান।
স্তনে কোথা ক্ষীর! তপ্ত রুধির ধারায় ধারায় পশি
সিক্ত করিল শুষ্ক অধর। সৌধ-শিখরে বসি
ধনিক-পত্নী ক্ষণিক চমকি চাহিয়া বস্তিপানে
ফিরাল নয়ন; কক্ষ তাহার আলোকে গন্ধে গানে
ভরিয়া উঠেছে নন্দন সম, ক্রন্দন তার মাঝে
ভাবে বিলাসিনী, অসম ছন্দে বড়ই বেসুরে বাজে।
প্রভুপদতলে বসিয়া কুকুর খেতেছে গোস্ত রুটি,
কোলাহল শুনি আহার ছাড়িয়া ছাদে বাহিরিল ছুটি।
প্রভু কহে, হায় হায়,
হতভাগাদের নিতি হাহাকারে কুকুর বাঁচানো দায়!

গারদ-তীর্থ

(রবীন্দ্রনাথের "ভারততীর্থ" অনুকরণে)

হে মোর চিত্ত !   চটিয়া পিত্ত
উঠে না কি রে,
এই ভারতের মহা-গারদের
মশান-তীবে !
হেথায় বসিয়া দীর্ঘ শ্বসিয়া
শাপি নব-শকুনিবে
যে তার প্রখর চঞ্চু নখরে
মানুষেব বুক চিবে ;
জ্ঞান-গম্ভীর ওই যে গৃধ্র
জরদ্গবের মতন বৃদ্ধ
করিছে নিত্য শোণিত সিক্ত
ধরিত্রীরে
এই ভাবতের মহা-গারদের
মশান-তীবে ।

কেহ নাহি জানে কাহার বিধানে
কত কয়েদীব ধারা
দুর্ব্বার স্রোতে আসে কোথা হতে
ভাসিয়া পানার পারা !

হেথায় হিংস, হেথা অহিংস,
হেথা খদ্দর মিল
এক কাবাগারে হ'ল একাকার
ভেদ নাই একতিল।
দম্‌দম্‌ আজি খুলিয়াছে দ্বার
আসিছে কয়েদী কাতাবে কাতার,
যাহাবা আসিবে তাবাই ফাঁসিবে
যাবে না ফিবে
এই ভারতেব মহা-গারদের
মশান-তীবে।

'কবি নয় মবি' বণ-গান গাহি
যাহাবা আসিল সবে,
আসিল যাহাবা সাম্যবাদের
শ্রেণীহীন বিপ্লবে,
তাবা এব মাঝে সবাই বিবাজে
কেহ নহে নহে দূব
সভা-সমিতিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তাব বিচিত্র সুব ;
জাপানে রুখিতে ভাব সাজো সাজো
ছল করি দূরে আছে যারা আজো
তাবাও আসিবে বাঁধনে ফাঁসিবে

হেথা অচিরে
এই ভারতের মহা-গারদের
শ্মশান-তীরে।

হেথা নিশিদিন বিরামবিহীন
উঠিতেছে রণরনি
চরণে চরণে শিকল বেড়ির
ঘন ঝঙ্কারধ্বনি।
লাঞ্ছনানলে হেথা মানবতা
নিজেরে আহুতি দিয়া
আপনার মাঝে জাগায়ে তুলিল
নিরেট পশুর হিয়া;
আত্মঘাতের সে আরাধনার
খুলিয়াছে দ্বার কশাইখানার,
হেথায় সবারে হবে পশিবারে
দ্রুত বা ধীরে
এই ভারতের মহা-গারদের
শ্মশান-তীরে।

সেই তুষানলে বুকে বুকে জ্বলে
যে দুখ-দহন চিতা

দুগ্ধ দধির জলধির সেচে
কখনো নিবিবে কি তা !
ঊর্দ্ধে বিমান উড়ে দিনমান
শোন বে তাহাব ডাক,
লও যেচে দুটি মলোটভ রুটি
সব জ্বালা দূরে যাক।
মাথা পাতি লভি সেই অবদান
দুঃসহ ব্যথা হোক অবসান,
কাঁদিবে কাঁদুক জননী ও জায়া
শূন্য নীড়ে
এই ভারতের মহা-গারদের
মশান-তীরে।

এস হে হিংস, এস অহিংস,
এস গো সাম্যবাদী,
এস তস্কর, দস্যুপ্রবর
নারীধর্ষক আদি,
এস হে সিঁদেল, শঠ বঞ্চক,
জুয়াচোর, জালিয়াত,
শুচি করি মন প্রতি জনে জন
এস ধর সবে হাত।

মরণাভিষেকে এস এস ত্বরা,
শ্মশান-কলস হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পঙ্কিল-করা
ফাইল-নীবে
এই ভারতের মহা-গারদেব
মশান-তীরে ॥

পাগলাঘণ্টি

আজব বস্তু জেলে আছে তার নামটি পাগলাঘণ্টি,
সবার উর্দ্ধে জায়গা তাহার জেলের ফটকশীর্ষে,
শুনিলে তাহাব বাণ্টি, ছুটিয়া নাহি লয় গৃহকোণটি
হোক না স্বদেশী খুনী বা ডাকাত কে আছে এমন বীর সে,
বাজে ঢং ঢং ঢনন ঢনন কালেব করাল ডঙ্কা
তুমি সে দৈত্য ঘণ্টাকর্ণ তোমারেই করি শঙ্কা।

চারিধার হতে বেজে ওঠে বাঁশী শুনিলে তাহার বাণ্টি
বাজায় সুপার, জেলার ডেপুটি—সেপায়েব কথা বাদ দি,
দোলাইয়া জটা নটরাজ যেন মেতেছে প্রলয়-নৃত্যে
কে তাহারে রুখে, কে রয় সমুখে—কার আছে হেন সাধ্যি !

বাজে ঢং ঢং ঢনন ঢনন কালের করাল ডঙ্কা
তুমি সে দৈত্য ঘণ্টাকর্ণ তোমারেই করি শঙ্কা।

যে যেথায় আছে সেপাই সান্ত্রী শুনিলে ঘণ্টা-শব্দ
যা পায় সমুখে তাই নিয়ে ছোটে লোটা-সোঁটা-বেড়ী-খুন্তি,
কিছু নাহি জানে কাহারে ধরিবে মারিবে করিবে জব্দ,
ছোটে আর ছোটে যাবৎ কয়েদী সঠিক না হয় গুন্‌তি।
বাজে ঢং ঢং ঢনন ঢনন কালেব করাল ডঙ্কা
তুমি সে দৈত্য ঘণ্টাকর্ণ তোমারেই করি শঙ্কা।

ছোটে ভোলা সিং ভুঁড়ি দোলাইয়া হাঁপায় গলদঘর্ম্ম,
ছোটে ইউসুফ ফোকলা-দন্ত শিথিল-গাত্রচর্ম্ম,
ছোটে মিঞাজান মুক্তকচ্ছ, ছোটে পাঁড়ে কানে পৈতা,
মুণ্ডিত মাথে টিকি খাড়া করি ছোটে দোবে দেবশর্ম্ম।
বাজে ঢং ঢং ঢনন ঢনন কালের করাল ডঙ্কা
তুমি সে দৈত্য ঘণ্টাকর্ণ তোমারেই কবি শঙ্কা।

ছোটে ভোজপুরী, বাঙালী, বেহারী, ছোটে পাঞ্জাবী, গুর্খা,
ঢোকে জেল-গেটে জনতার স্রোত যেন সে প্লাবন বর্ষা,
বদ্ধ কক্ষে ভয়ে চোখ বুজি জপি মনে মনে দুর্গা,
চেয়ে দেখি ফাঁকা তিনটি আওয়াজে সব হয়ে গেছে ফর্সা।
নাই ঢং ঢং ঢনন ঢনন কালের কবাল ডঙ্কা
ঘুমায়ে পড়েছে ঘণ্টাকর্ণ, আব কারে করি শঙ্কা!

ডায়েলেক্‌টিক ডুয়েট গান

১ম,　কম্‌রেড, এলো আজাদির জঙ্গ
　　　ওই বাজে রণ-বাজনা।
২য়,　বাজুক, বান্ধব লড়ায়ে বড়াই
　　　বুদ্ধিজীবীর কাজ না।

১ম,　কম্‌রেড, কর হাসিল আজাদি
　　　ধর দৃঢ় করে হাতিয়ার।
২য়,　হায় রে ভাগ্য! ভাঙা নলও নাই
　　　বংশে জ্বালিতে বাতি আর।

১ম,　ধ্বনিছে কামান, স্বনিছে বিমান,
　　　চল চল কুচ্‌কাওয়াজে।
২য়,　পরাণে আমার খটকা যে লাগে
　　　পটকাবাজির আওয়াজে।

১ম,　হও আগুয়ান—দস্যু জাপান
　　　আসিছে শস্য লুটিতে।
২য়,　কি আছে লোটার! লুণ্ঠনশেষ
　　　খুদ-কণা আসে খুঁটিতে।

১ম, সাজাও বাহিনী, বাজাও দামামা,
চল চল 'জনযুদ্ধে'।
২য়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধেছে
খৃষ্টে এবং বুদ্ধে।

১ম, গুড়মুড়ি নিয়া হামাগুড়ি দিয়া
এগোও গরিলাবাহিনী।
২য়, কার্টুনে বহিবে কীর্ত্তিত চিব
এ বীব-ব্যঙ্গকাহিনী।

১ম, বিমান হইতে স্ববাজ ছুঁড়িয়া
দেবে না জাপানী ফ্যাসীরা।
২য়, দেবে না আমেরি-চার্চিল কোং
তথা ওয়াভেল-ক্যাসীবা।

১ম, স্ববাজের পথে প্রথম সোপান
কংগ্রেস-লীগে মিতালি।
২য়, কোথা হতে হায় গড়াতে গড়াতে
কোথায় আসিয়া থিতালি!

১ম, সবহারাদের তুশমন সেরা
হান চোট বুর্‌জুয়ারে।

২য়, সেই হাতে যাহা চাঁদার লাগিয়া
নিতি পাত তার দুয়ারে

১ম, সঞ্চিত যত সম্পদ হতে
বঞ্চিত তারে করা চাই।
২য়, ব্যাঙ্কের তব জমার অঙ্কে
কাণা কড়ি তাহে ক্ষতি নাই।

১ম, তালা দাও মিলে, তাহাব সামিলে
পোড়াও দলিল পরচা।
২য়, চা-চুরুট-চুল তিন চকারের
কে তবে যোগাবে খরচা!

১ম, আঁধার হইতে এল ভগবান
আঁধারে সে মিশে যাকগে।
২য়, রক্ষে তবুও—বিধির বিধানে
সিডিস্থান নাই ভাগ্যে।

১ম, ভুলি না আমরা দেশ ও জাতির
স্বার্থের ভুয়া ধুয়াতে।
২য়, বিদেশীর পায়ে উভয় বিকায়ে
লুটে নি পয়সা দু হাতে।

১ম, ইনকিলাব, জিন্দাবাদ !
Long live Revolution !

২য়, ধন্য তোমার টিউটার, আর
স্বার্থক তার টিউস্থান।

ওরা ও আমরা

হোথা তাণ্ডবে নাচে রণচণ্ডিকা
বাজে ঘন রণ-দামামা ,
হেথা নাচিছে রাষ্ট্র-রঙ্গমঞ্চে
বৈষ্ণবী বেশে শ্যামা-মা।

ওরা অম্বরে আর অর্ণবে ভূমে
আহবে ফিরিছে মাতিয়া ;
মোরা মিহিস্থরে গাই, কেমনে গোঙাই
'তুঁহু বিনা দিন রাতিয়া'।

ওরা গড়িতে বজ্র দধীচির মত
অর্পিছে নিজ অস্থি ;
মোরা জীবন-যুদ্ধে সৈনিক, শুধু
সম্বল করি স্বস্তি।

ওরা ধরারে করেছে সবার মতন
আয়তন মৃৎপাত্র ;
মোরা কণ্ডূয়নের ক্লেশে হেরি যেন
যোজন-বিথারী গাত্র।

ওরা চূর্ণ করিয়া প্রাচীন পৃথ্বী
গড়িতেছে নব সৃষ্টি ;
মোরা দর্শন লয়ে দর্শনহীন
ধেয়ান-স্তিমিত দৃষ্টি।

ওরা ধরণীর গৃহ-প্রাঙ্গণ হতে
গ্রহপানে মেলে পক্ষ ;
মোরা বাহিরিলে পথে ধাই মনোরথে
গৃহ করি সদা লক্ষ্য।

ওরা উদ্দাম যবে উদ্ধত পদে
দলিতে গৌরীশৃঙ্গ,
মোরা অঞ্চল ঘিরি গুঞ্জরি ফিরি
মধুলোভী যেন ভৃঙ্গ।

ওরা মৌন বিরলে অনুসরি চলে
কার্য্যের নির্ঘণ্ট ;

মোরা অবসরক্ষণে ঘোর গবজনে
মুখরিয়া তুলি কণ্ঠ—

তবু কেহ এ প্রাচীন প্রাচ্যে
ঠিক কথা নাহি কয়—কথা কওয়া হয়
হেথা শুধু ভাববাচ্যে।

খোসবাগ

সিরাজ—সিরাজ! ঘুমালি কি আজ
আমারি মতন কাল-ঘুমে,
ওঠ্, চেয়ে দেখ্, দাত্ন এসে তোব
শিয়বে বসিয়া গাল চুমে!
এ কি এ! কণ্ঠে বাহুতে বক্ষে
কপোলে কিসের এই ক্ষত—
চাঁদের অঙ্গে অঙ্কিত যেন
কলঙ্ক-কালিমাব মত!
আলিবর্দ্দিব আঁখির প্রদীপ,
লুৎফার নয়নের মণি,
ননীব পুতুলে এমন কবিয়া
দংশিল কোন্ কাল-ফণি!

যে মুখ দেখিলে মুগ্ধ মানুষ
নয়নে তাহাব ভুল জাগে,
মুখ ইহা, না এ গোলাপ ফুটেছে
খোসবাগিচাব গুলবাগে !
সেই মুখ হায়, সেই দেহ
খণ্ডিত ক্ষত খড়্গ-আঘাতে,
বাংলায় কি রে নাই কেহ !
একটি যাহার ভ্রূকুটি-আঘাতে
যাব অঙ্গুলি-সঙ্কেতে
ফকির দাঁড়াত স্বর্ণ-সৌধে,
আমির পথের পঙ্কেতে,
মরিয়াছে ব'লে সে আলিবর্দ্দি
মরিয়া গেছে কি তার স্মৃতি,
স্মবণে তাহাব পরাণে কাহারো
নাহি জাগে বুঝি আর ভীতি !
আজো যদি এই গভীর নিশীথে
কঙ্কাল কবে কব-হানি
জিন্দার তোর দেখেছিস জাঁক
দেখিবি মবার মর্দ্দানি।
কবব চিরিয়া শ্মশান ঘিরিয়া
নাচিবে তাথৈ মুর্দ্দারা,
মৃত্যুশয়নে উঠিয়া বসিবে
মরণের মোহাতুর যারা।

ওঠ্ দাদু, অভিমান ভুলে,
সুবে বাংলার তক্ত-তাউসে
তাণ্ডবে নাচি প্রাণ খুলে।
চেয়ে দেখ্, হোথা কে ওই বসিয়া
মুর্শিদাবাদী মসনদে,
কে ওরা বিহার করিছে আমার
মতিঝিল মরকত-হ্রদে !
চল্, উহাদের ভেঙে দি বিলাস
অট্টহাসির বিদ্রূপে,
নেশা-নিমীলিত চক্ষে ওদের
পশি চুপে চুপে নিদ্‌রূপে।
ঘরে ঘরে যবে নরনারী সবে
অচেতন রবে ঘুমঘোরে
জাগিব নয়নে বিভীষিকা হয়ে
দুঃস্বপনের রূপ ধ'রে ;
নিশীথ-শিয়রে নিবে যাবে দীপ
দমকা হাওয়ার ফুৎকারে,
তরাসে টুটিবে সে সুখ-তন্দ্রা
স্মরিয়া সিরাজ-লুৎফারে।
বিষিয়ে দি আয়—বিষিয়ে দি
মোদের ব্যথার কালকূট-জ্বালা
সবার শোণিতে মিশিয়ে দি।

সেই গরলের অসহ জ্বালায়
আগুন ধরিবে রক্তে রে,
আগুন ধরিবে সুবে বাংলার
সিরাজ-বিহীন তক্তে রে !
দাউদাউ করি দাবানল-দাহে
জীর্ণ যা কিছু যাক জ্ব'লে,
নূতন বাংলা লভিবে জন্ম
পুরাতন পুড়ে খাক হ'লে।
শুধু বেঁচে থাক্ খোসবাগ, সে যে
শহীদ-শোণিতধার-ঢালা
নবীন জাতির মিলন-তীর্থ
নব বাংলার কারবালা।
শোণিতপঙ্ক-শয়ন তেয়াগি
ওঠ্ দাদু, তবে ওঠ্ জেগে,
ওই বুঝি কোথা আগুন ধরিল
বিজ্‌লি-ঝিলিক চোট লেগে !
হা-হা হাস্ দাদু, অট্টহাস,
মরেছে মিরন,—ওই দেখ্ জ্বলে
জাল নবাবের পট্টাবাস !

* 'খোসবাগ' ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে মুর্শিদাবাদ নগরীর অপর পারে অবস্থিত সিরাজ ও আলিবর্দ্দির সমাধি-মন্দির।